কচি-কাঁচার কবিতা

সঞ্চয়নে ঃ-

আবু সালমান

মামার বাড়ি

জসীমুদ্দীন

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।
ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙিন করি মুখ।

আয়রে আয় টিয়ে

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে
না’ নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাইনা দেখে ভোঁদর নাচে
ওরে ভোঁদর ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

চাঁদ মামা

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
কালো গায়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

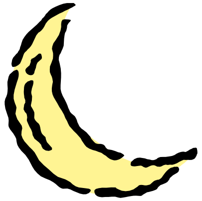

আম পাতা

আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বুবু সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে,
চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে।

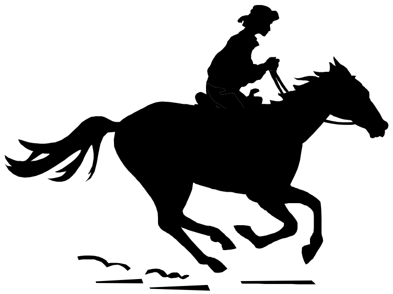

নোটন নোটন পায়রা

নোটন নোটন পায়রাগুলি
ঝোঁটন বেঁধেছে,
ও পারেতে ছেলে মেয়ে
নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাতলা
ভেসে উঠেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে
দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল
ছুঁড়ে মেরেছে,
উঃ বড্ড লেগেছে।

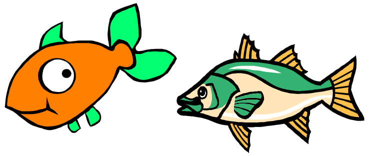

হনহন পনপন

সুকুমার রায়

চলে হনহন
ছোটে পনপন
ঘোরে বনবন
কাজে ঠনঠন
বায়ু শনশন
শীতে কনকন
কাশি খনখন
ফোঁড়া টনটন
মাছি ভনভন
থালা ঝনঝন।

কানা বগীর ছা

খান মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমাদের গাঁ,
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বগীর ছা।
ও বগী তুই খাস্ কি?
পান্তা ভাত চাস্ কি?
পান্তা আমি খাই না,
পুঁটি মাছ পাই না।
একটা যদি পাই,
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

বাবুই-টিয়া-ময়না

বাবুই টিয়া ময়না,
গায়ে কত গয়না।
আয় পাখি আয় না,
খুকু কেন খায় না?

ছোটন ঘুমায়

বেগম সুফিয়া কামাল

গোল করো না গোল করো না
ছোটন ঘুমায় খাটে,
এই ঘুমকে কিনতে হলো
নওয়াব বাড়ির হাটে।
সোনা নয় রূপা নয়
দিলাম মোতির মালা,
তাই তো খোকন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা।

পণ

গোলাম মোস্তফা

এই করিনু পণ,
মোরা এই করিনু পণ,
ফুলের মত গড়ব মোরা
মোদের এই জীবন।
হাসব মোরা সহজ সুখে
সুবাস রবে লুকিয়ে বুকে
মোদের কাছে এলে সবার
জুড়িয়ে যাবে মন।।
নদী যেমন দুই কুলে তার
বিলিয়ে চলে জল,
ফুটিয়ে তুলে সবার তরে
শস্য ফুল ও ফল।
তেমনি করে মোরাও সবে

পরের ভাল করব ভবে
মোদের সেবায় উঠবে হেসে
এই ধরণী তল।।
সূর্য যেমন নিখিল ধরায়
করে কিরণ দান,
আঁধার দূরে যায় পালিয়ে
জাগে পাখির গান।
তেমনি মোদের জ্ঞানের আলো
দূর করিবে সকল কালো
উঠবে জেগে ঘুমিয়ে আছে
যে সব নীরব প্রাণ।।

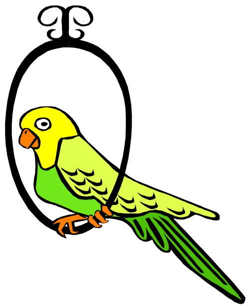

একটু খানি

একটু খানি স্নেহের কথা
একটু ভালোবাসা,
গড়তে পারে এই দুনিয়ায়
শান্তি-সুখের বাসা।
একটু খানি অনাদর আর
একটু অবহেলা,
ঘুচিয়ে দিতে পারে মোদের
সকল লীলা-খেলা।
একটু খানি ভুলের তরে
অনেক বিপদ ঘটে,
ভুল করেছে যারা সবাই
ভুক্তভোগী বটে।
একটু খানি বিষের ছোঁয়া
মরণ ডেকে আনে,
এই দুনিয়ায় ভুক্তভোগী
সকল মানুষ জানে।
একটু খানি ছোট শিশুর
একটু মুখের হাসি
মায়ের মনে সবার প্রাণে
বাজায় সুখের বাঁশি।

ভোর

সুহৃদ সাহা

কক্ কক্ কক্ ডাকছে মোরগ
ভোর হয়েছে ঐ,
শিউলি গাছে ফুল ফুটেছে
খোকন সোনা কই?
চোখটি খুলে, মুখটি ধুয়ে
খাও চিড়ে আর দই,
আলসেমি নয়, এবার এস
পড়তে হবে বই।

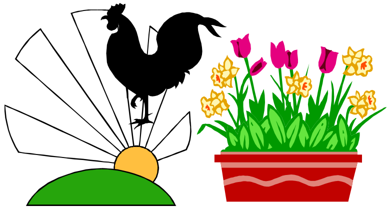

বাক্‌বাকুম

রোকনুজ্জামান খান

বাক্‌ বাকুম পায়রা,
মাথায় দিয়ে টায়রা।
বউ সাজবে কাল কি
চড়বে সোনার পালকি।

দোল দোল দুলুনি

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথার চিরুনি
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি।

খোকন খোকন

খোকন খোকন ডাক পাড়ি,
খোকন মোদের কার বাড়ি?
আয়রে খোকন ঘরে আয়,
দুধমাখা ভাত কাকে খায়।

হাট্‌টিমা টিম টিম

হাট্‌টিমা টিম টিম,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হাট্‌টিমা টিম টিম।

ঘুম-পাড়ানি

ঘুম-পাড়ানি পরীরা
মোদের বাড়ি যেও,
বাটা ভরা পান দেব
গাল ভরে খেও।
খাট নাই, পালং নাই
খোকার চোখে বসো,
সোনা মণির ঘুম নাই
ঘুম নিয়ে এসো।

আগডুম বাগডুম

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ঢাক, ঢোল, ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি,
ঢুলি গেল কমলাফুলি।
কমলাফুলির টিয়েটা,
সূর্যি মামার বিয়েটা।

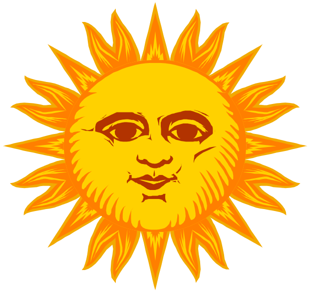

খুকুমণি

রাগ করেছে খুকুমণি
ভাত খাবে না আর,
মায়ের কোলে বসে আছে
মুখটি করে ভার।
সবাই বলে একি একি
খোকন সোনা খাও,
রাজার মেয়ে এনে দেব
ময়ুর-পঙ্খী নাও।

নিজের বাসা

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই,
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে।
বাবুই হাসিয়া কহে সন্দেহ কি তায়,
কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক তবু ভাই পরের বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।

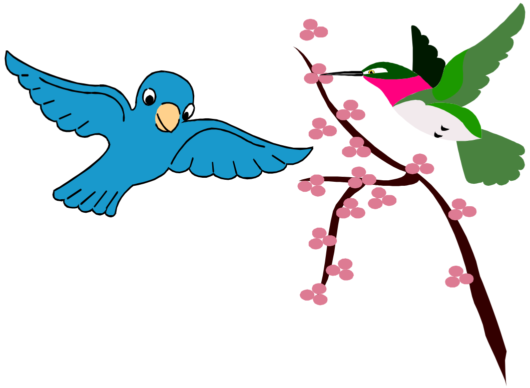

কোথা যাও

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই,
ওই ফুল ফোটে বনে
যাব মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।
ছোট পাখি ছোট পাখি
কিঁচিমিঁচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি,
এখন না ক'ব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

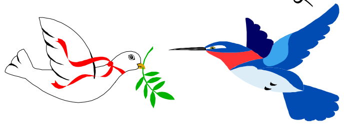

যাচ্ছে খোকন

যাচ্ছে খোকন মামার বাড়ি
খেয়ে যাবে কি?
ঘরে আছে গমের ময়দা
শিকেয় আছে ঘি।
একটু খানি দাঁড়াও খোকন
লুচি ভেজে দি।।

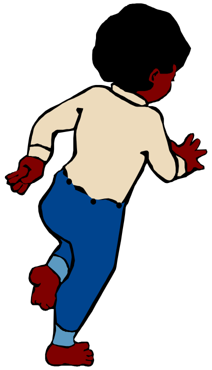

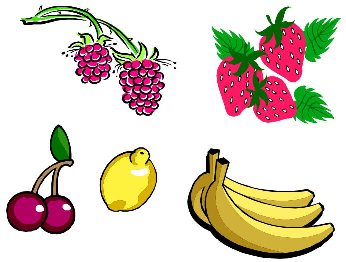

ফলের ছড়া

আম, জাম, কতবেল,
আতা, কাঁঠাল, নারিকেল।
তাল, তরমুজ, আমড়া,
বেল, জামরুল, পেয়ারা।
আঙ্গুর, বেদানা, কলা,
আপেল, নাসপাতি, কমলা।
পেঁপে, ডালিম, জলপাই,
কুল দিলাম আর কি চাই?

খুকু ঘুমাল

খুকু ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কী?
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

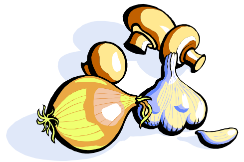

খুকী ও কাঠ্‌বেরালি

কাজী নজরুল ইসলাম

কাঠ্‌বেরালি! কাঠ্‌বেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ? বাতাবি নেবু ? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা ? কুকুর ছানা ? তাও ?--
ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
এক্‌লা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্‌-পাটুস চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!
কাঠ্‌বেরালি! বাঁদরীমুখী! মারবো ছুঁড়ে কিল ?
দেখ্‌বি তবে ? রাঙাদাকে ডাক্‌বো ? দেবে ঢিল!
পেয়ারা দেবে ? যা তুই ওঁচা!
তাইতো তো তোর নাক্‌টি বোঁচা!
হুত্‌মো-চোখী! গাপুস্‌-গুপুস্‌

একলাই খাও হাপুস্‌-হুপুস্‌ !
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই আল্লাহ! একটা পোকা যাস্‌ পেটে ওর ঢুকে!

ইস! খেয়োনো মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুব পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!
কাঠ্‌বেরালি! তুমি আমার ছোড়্‌দি হবে ? বৌদি হবে? হুঁ !
রাঙা দিদি ? তবে একটা পেয়ারা দাওনা! উঁ !
এ্যাহ এ্যাহ! তুমি ন্যাংটা পুঁটো ?
ফ্রকটা নেবে ? জামা দুটো ?
আর খেয়োনা পিয়ারা তবে,
বাতাবি নেবুও ছাড়তে হবে!
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছে যে ছুট ? ও মা দেখে যাও!--
কাঠ্‌বেরালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!

প্রভাতী

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে !
ঐ ডাকে যুঁই-শাখে
ফুল-খুকী ছোট রে !
খুকুমণি ওঠ রে !
রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান গায় গান
শোনো ঐ "রামা হৈ !"
ত্যাজি, নীড় করে ভীড়
ওড়ে পাখী আকাশে,
এন্তার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে !
চুল্‌বুল্‌ বুল্‌বুল্‌

শিশ্‌ দেয় পুষ্পে,
এইবার এইবার
খুকুমণি উঠবে !
খুলি হাল তুলি পাল
ঐ তরি চল্‌লো
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুল্‌লো !
আল্‌সে নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে !
উঠ্‌ল ছুট্‌ল
ঐ খোকাখুকী সব,
"উঠেছে আগে কে"
ঐ শোনো কলরব !
নাই রাত মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে !

জয় গানে   ভগবানে
তুষি বর মাগো রে !

লিচু চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল্-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া,
বলি থাম একটু দাঁড়া !
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোড়ে !
পড়্বি পড়্ মালীর ঘাড়েই,

সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার,
দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোর্সে ঠুসি !

আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়।
লাফিয়ে ডিঙ্নু দেওয়াল
দেখি এক ভিট্রে শেয়াল !
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা ?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোতা !
দেখে যেই আঁৎকে ওঠা
কুকুরও জুড়্লো ছোটা !
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড় !
"বাবা গো মা গো" বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে

ঢুকি গ্যে বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌লো ধড়ে !
যাব ফের ? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই !
তবে মোর নামই মিছা !
কুকুরের চাম্‌ড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায়রে ভুলা--
মালীর ঐ পিটনীগুলা !
কি বলিস ? ফের হপ্তা ?
তৌবা--নাক খপ্‌তা !

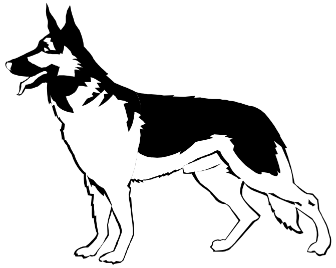

সঙ্কল্প

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাই-বোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
মোর লাগি ব্যথা নাহি পায় দাস-দাসী।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়া থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া তাহা বলি মনে মনে।

মনারে মনা

মনা রে মনা কোথায় যাস্?
বিলের ধারে কাটব ঘাস।
ঘাস কি হবে?
বেচব কাল,
চিকন সুতোর কিনব জাল।
জাল কি হবে?
নদীর বাঁকে,
মাছ ধরব ঝাঁকে ঝাঁকে।
মাছ কি হবে?
বেচব হাটে,
কিনব শাড়ি পাটে পাটে।
বোনকে দোব পাটের শাড়ি,
মাকে দোব রঙিন হাঁড়ি।

ও মাঝি ভাই

সুহৃদ সাহা

ও মাঝি ভাই, ও মাঝি ভাই
কোথায় তুমি যাও?
কুলে এসে তোমার নায়ে
আমায় নিয়ে যাও।
মাঝি তুমি আচ্ছা বোকা
পাচ্ছো শুধু ভয়,
সাত সমুদ্দুর পারি দেওয়া
তোমার কাজটি নয়।
দাও না মাঝি বৈঠা আমায়
যাব অচিন দেশে,
তীরের বেগে চালিয়ে নৌকা
হাওয়ায় ভেসে ভেসে।

ঘুম ভাঙানি

মোহিতলাল মজুমদার

ফুটফুটে জোছনায়
জেগে শুনি বিছানায়
বনে কারা গান গায়,
ঝিমিঝিমি ঝুমঝুম-
চাও কেন পিটিপিটি?
উঠে পড় লক্ষ্মীটি
চাঁদ চায় মিটিমিটি
বনভূমি নিঝঝুম।
ফাল্গুনে বনে বনে
পরীরা যে ফুল বোনে
চোখে কেন ঘুম-ঘুম।

দূরের পাল্লা

সতেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপখান তিন দাঁড়
তিন জন মাল্লা
চৌপর দিন ভর
দেয় দূর পাল্লা।
কঞ্চির তীর ঘর
ঐ চর জাগছে
বনহাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।
চুপ চুপ ঐ ডুব
দেয় পানকৌটি
দেয় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।

খুকুমণি

খুকুমণি জনম নিল
যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখতে এল
কতই খুশী ভরে।
আদর করে দুধ খাওয়াল
সোনার পেয়ালাতে,
দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াল
জোছনা মাখা রাতে।
হেসে খেলে নেচে গেয়ে
হাত ধরে সব তাই-
কতই খেলা খেলল তারা
ফুলের বিছানায়।

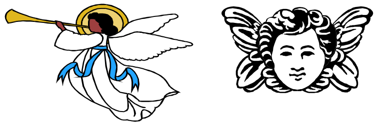

ট্রেন

শামসুর রহমান

ঝক্ ঝক্ ঝক্ ট্রেন চলেছে
রাত দুপুরে ওই,
ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই?
একটু জিরোয় ফের ছুটে যায়
মাঠ পেরলেই বন,
পুলের উপর বাজনা বাজে
ঝন ঝনাঝন ঝন।
দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে
নেইকো ঘোরার শেষ,
ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি
দিন কেটে যায় বেশ।

মা

কাজী কাদের নেওয়াজ

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর
তিন ভুবনে নাই।
সত্য ন্যায়ের ধর্ম থাকুক
মাথার পরে আজি,
অন্তরে মা থাকুন মম
ঝরুক স্নেহরাজি।
রোগ বিছানায় শুয়ে শুয়ে
যন্ত্রণাতে মরি-
সান্ত্বনা পাই মায়ের মধু
নামটি হৃদে স্মরি।

মজার দেশ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভাল,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো!
আকাশ সেথা সবুজ বরণ
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চড়ে রুই-কাত্‌লা
জলের মাঝে চিল!
মন্ডা মিঠাই তেঁতো সেথা
ওষুধ লাগে ভালো,
অন্ধকারটা সাদা দেখায়
সাদা জিনিস কালো!

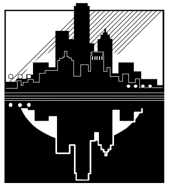

খোকার পণ

সুহৃদ সাহা

মুছে দেবো অজ্ঞতা
যত সব অন্যায়,
দেশটারে ভরে দেব
আলোকের বন্যায়।
হিংসাকে দূরে ফেলে
সবে এসো লড়বো,
ভালোবাসা দিয়ে মোরা
দেশটারে গড়বো।

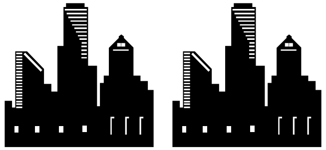

প্রভাত বর্ণন

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল,
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ,
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পরে নিশির শিশির।
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

নীতি কথা

নীতি এই যথা তথা,
বল সদা সৎ কথা।
মিছা কথা বড় দোষ,
করিও না বৃথা রোষ।
লোভ মোহ মহাপাপ,
শেষে হয় অনুতাপ।
পাপ-বোধ নাহি যার,
জীবনে কি ফল তার?
লেখা-পড়া করে যেই,
চিরসুখী হয় সেই।
মাতা-পিতা গুরুজনে,
সেবা কর কায়-মনে।
পর-হিতে হও রত,
দান কর অবিরত।
সাধু কাজে যার মতি,
ভালোবাসা পায় অতি।

কটু কথা যেবা কয়,
সে কখনও ভালো নয়।
নিজ গুণ যেবা গায়,
ঘৃণা করে লোকে তায়।

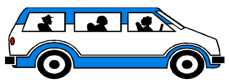

ওরে চিনে

ওরে চিনে ওরে মিনে
তোদের পাড়া যাব না,
পান্তা ভাতে মাছের মুড়ো
দিলে পরেও খাব না।
যাই বা আছে শাক-শুঁটকি
খাব নিজের বাড়ি,
স্বাধীন আমি কেন যাব
আপন বাড়ি ছাড়ি?

ভয় পেয়ো না

ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না
তোমায় আমি মারব না,
সত্যি বলছি কুস্তি করে
তোমার সঙ্গে পারব না।
মনটা আমার বড্ড নরম
হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব
এমন আমার সাধ্যি নেই।
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই
ভয় পেয়েছ কতই না,
জান না মোর মাথার ব্যারাম
কাউকে আমি গুঁতোই না।
এস এস গর্তে এস
বাস করে যাও চারটি দিন,
আদর করে শিকেয় তুলে

রাখব তোমায় রাত্রিদিন।
হাতে আমার মুগুড় আছে
তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুড় আমার হাল্কা এমন
মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি শুনছ না যে
ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুন্ডু চেপে
বুঝবে তখন কান্ডটা।
আমি আছি গিন্নী আছে
আছে আমার নয় ছেলে,
সবাই মিলে কামড়ে দেব
মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

ডানপিটে ছেলে

বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে,
কোনদিন ফাঁসি যাবে
নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে
আটা মেখে মুখে,
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙ্গে
শ্লেট দিয়ে ঠুকে।
অন্যটা হামা দিয়ে
আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ করে
দুমদাম পড়ে।

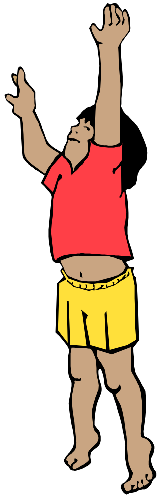

বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে,
শিলনোড়া খেতে চায়
দুধ-ভাত ফেলে।
একটার দাঁত নেই
জিভ দিয়ে ঘসে

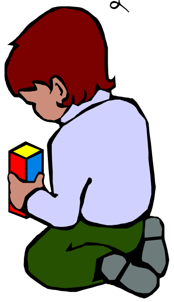

একমনে মোমবাতি
দেশলাই চোষে।
আরজন ঘরময়
নীল-কালি ঘুলে,
খপ্‌খপ্ মাছি ধরে
মুখে দেয় তুলে।

বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে,
খুন হতো টন চাচা
ঐ রুটি খেলে।
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো
মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই দুই ভাই
ফোঁস ফোঁস ফোলে।
নেড়া চুল খাড়া হয়ে
রাঙা হয় রাগে,
বাপ্ বাপ্ বলে চাচা
লাফ দিয়ে ভাগে।

মোতিলাল নন্দী

পাঠশালে হাঁই তোলে
মোতিলাল নন্দী,
বলে পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি।
শেষকালে একদিন
গেল চড়ি টাঙ্গায়,
পাতাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভাসাল মা গঙ্গায়।
ছ মাস এগিয়ে গেল
ভেসে গেল সন্ধ্যি,
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি।

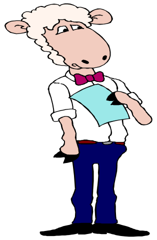

ক্ষান্তবুড়ি

ক্ষান্ত বুড়ির দিদি-শাশুড়ীর
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
পাছে কোন দোষ ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে
টাকা-কড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জালনায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে
চুন দেয় তারা ডালনায়!